সংবাদ
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ১

মতামত

শিবির ক্যাডারদের হাত থেকে শিক্ষায়তনগুলো রক্ষা করুন

জেড হক

শিক্ষায়তনগুলোর ক্যাম্পাসে শান্তিশৃঙ্খলা ও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চোখের সামনেই ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা তাদের সশস্ত্র তাণ্ডব অব্যাহত রেখেছে। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা অল্প কিছুদিনের ব্যবধানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দুটি মহড়া শেষে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গত শনিবার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ২০ ছাত্রকে আহত করার মাধ্যমে যে তাণ্ডব চালাল তাতে সরকারের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তো বহুদিন থেকেই শিবির ক্যাডারদের দখলে রয়েছে। এভাবে যদি শিবির ক্যাডাররা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজগুলোর ক্যাম্পাসকে তাদের দখলে নিয়ে যেতে থাকে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শেষ পর্যন্ত জঙ্গিদের আখড়ায় রূপান্তরিত হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, এতে করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও চূড়ান্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এ পর্যন্ত যত জঙ্গি ধরা পড়েছে তারা সবাই শিবির ক্যাডার কিংবা জামায়াতে ইসলামীর সদস্য-সমর্থক বলে জানা গেছে। অবশ্য জামায়াত সবসময়ই জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে এবং বলে থাকে যে এসব জঙ্গির কেউ কেউ অতীতে তাদের দল করলেও বর্তমানে জামায়াতের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ মহল পর্যন্ত সবাই জানে জামায়াতের এ দাবি সর্বৈব মিথ্যা। জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবির যে জঙ্গি মিলনের দুটি প্রধান প্রতিষ্ঠান তাতে কোন সন্দেহ না থাকার পরেও এরা কীভাবে বাংলাদেশের মাটিতে তাদের রমরমা রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

বর্তমান সরকার একদিকে জঙ্গিদের দমন এবং বিদ্যায়তনগুলোর ক্যাম্পাসে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কথা বললেও তাদেরই চোখের সামনে জঙ্গিদের জন্মদাতা ও আশ্রয়দাতা জামায়াত ও শিবিরকে কীভাবে বাধাহীনভাবে রাজনীতি করতে দিচ্ছে সে প্রশ্নটাও আমরা করতে চাই। আমরা জানি, এ দুটি দলের রাজনীতি করার আইনগত বৈধতা আছে। সে হিসেবে অধিকারও আছে। কিন্তু দেশে মৌলবাদ বিস্তার করার জন্য সশস্ত্র জঙ্গিবাদ কায়েমের অধিকার তাদের আছে বলে আমরা মনে করি না। সরকার এ বিষয়ে যদি এখন থেকে একটি কঠোর অবস্থানে না যায় এবং জামায়াত ও শিবিরের ক্যাডারদের দমন না করে তাহলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে তাদের প্রতিশ্রুতি কখনই পূরণ হতে পারবে না।

আমরা মনে করি সন্ত্রাসী তাণ্ডব ও জঙ্গিবাদের কারণে কিছুদিনের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া ও ছাত্রছাত্রীদের হল কিংবা হোস্টেল ত্যাগ করতে বাধ্য করাটাই সমস্যার সমাধান নয়, সরকারকে রোগের গোড়ায় হাত দিতে হবে মলম প্রয়োগের বদলে। শনিবার শিবির নেতা ইন্টার্নি ডাক্তার মোকাদ্দেমের নেতৃত্বে বহিরাগত ক্যাডারসহ ৮০/৯০ দুর্বৃত্ত পিস্তল, রামদা, চাপাতি, ক্ষুর ও লাঠিসোটা নিয়ে যেভাবে ছাত্রলীগের সমর্থক ও সাধারণ-ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার প্রতিকার কিন্তু কলেজ বন্ধ এবং ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের মধ্যে নেই। এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত শিবির ক্যাডারদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে না পারলে তারা কি পল্লবিত হতেই থাকবে। আমরা মনে করি ইতোমধ্যে এরা যথেষ্ট পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে। এদের এখন যদি কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাটিত করা যায় তাহলে জঙ্গিবাদের আখড়ায় পরিণত হবে আমাদে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

প্রশ্ন হলো, ক্যাম্পাসগুলোকে জামায়াত-শিবিরে জঙ্গি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যে রাজনৈতি কমিটমেন্ট এ সরকারের রয়েছে কি না? এখন পর্য জামায়াত-শিবির-জঙ্গি বিরোধী কোন রাজনৈতি কমিটমেন্ট সরকারের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়নি। অথ এই কমিটমেন্টের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক কমিটমেন্ট ছাড়া জঙ্গি-শিবির-জামায়াতে সন্ত্রাসী দখলদারিত্ব থেকে ক্যাম্পাস তথা জাতী রাজনীতিকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

আমরা আশা করব, সরকার বগুড়া মেডিকে কলেজের ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ ক সংশ্লিষ্ট শিবির মস্তানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই শুধু দে না, বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এদের তাণ্ডবে হাত থেকে রক্ষা করবে। শুধু মুখে মুখে জঙ্গি দম করলে বাস্তবে যে জঙ্গি দমন হয় না সেটা ঢাকা চট্টগ্রামসহ বগুড়া মেডিকেলের ঘটনায় আবারও প্রমাণি হলো। আরও নতুন কোন প্রমাণের জন্য সরকার যে অপেক্ষা না করে। এখন যেন সরকার রাজনৈতি কমিটমেন্ট থেকে কঠোর অবস্থানে গিয়ে জ উৎপাটনের প্রতিশ্রুত ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করে সেটা আমরা দেখতে চাই।

[লেখক : সাংবাদিক]